প্রথম আলো

তারিখ 12 APR 2015
পৃষ্ঠা ৯ কলাম ৬

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়

বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে লাঞ্ছিত

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি ●

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসে ছাত্রলীগের কর্মীদের হাতে মারধরের শিকার হয়েছেন এক ব্যক্তি। এ বিষয়ে গতকাল শনিবার প্রক্টরের কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি।

জানা গেছে, গত শুক্রবার দুপুর ১২টার দিকে স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আল-বেরুনী হলে এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে আসেন মো. আবদুর রাজ্জাক। এ সময় বন্ধুর সঙ্গে হল-সংলগ্ন এক চায়ের দোকানে বসে তাঁরা চা-বিস্কুট খান। এরপর জুমার নামাজের সময় হলে ওই বন্ধু তাঁদের কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে বলে নামাজে পড়তে যান। এরই মধ্যে হলের ছাত্রলীগের চার-পাঁচজন কর্মী রাজ্জাকের কাছে এসে তাঁর পরিচয় জানতে চান। কার কাছে এসেছেন জানতে চাইলে বন্ধুর কাছে এসেছেন বলে জানান রাজ্জাক। এ সময় ছাত্রলীগ কর্মী এবং সরকার ও রাজনীতি বিভাগের ৪০ ব্যাচের শিক্ষার্থী আবু সাদাত সায়েম ওই বন্ধুকে ফোন করতে বলেন। মুঠোফোনে পর্যাপ্ত টাকা নেই, তাই ফোন করা যাবে না বলে জবাব দেন রাজ্জাক। এ সময় সায়েম তাঁর নিজের মুঠোফোন রাজ্জাককে দেন এবং এটা দিয়ে তাঁর বন্ধুকে ফোন করতে বলেন। এতে অস্বীকৃতি জানান রাজ্জাক। এ নিয়ে ছাত্রলীগ কর্মীদের সঙ্গে তাঁর বাগ্‌বিতণ্ডা হয়। একপর্যায়ে ছাত্রলীগ কর্মীরা রাজ্জাককে মারধর করেন।

এ ঘটনার পর গতকাল দুপুরে প্রক্টরের কার্যালয়ে লিখিত অভিযোগ জমা দিয়েছেন বলে জানান রাজ্জাক। তিনি বলেন, 'বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি বলার পরও তাঁরা আমাকে মারধর করেছেন। আমি এর বিচার দাবি করছি।'

ছাত্রলীগ কর্মী সায়েম বলেন, 'আমরা তাঁর সঙ্গে কোনো বাজে আচরণ করিনি। বরং তিনিই আমাদের সঙ্গে অসৌজন্যমূলক আচরণ করেন। তাই অন্যরা উত্তেজিত হয়ে তাঁকে মারধর করেন।'

হল শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মহব্বত আমিন বলেন, 'একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। শোনার পরই আমি ঘটনাস্থলে গিয়ে এর সামাজিক সমঝোতা করে দিয়েছে।' এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর তপন কুমার সাহা বলেন, লিখিত অভিযোগ এখনো হাতে পাইনি। পেলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।